

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১২. হযরত আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পরিচয়

হযরত আইয়্ব (আঃ) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকৃবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকৃব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ। কেউ বলেছেন, 'রাহমাহ'। তিনি ছিলেন স্বামী ভক্তি ও পতিপরায়ণতায় বিশ্বের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি 'বিবি রহীমা' নামে পরিচিত। তাঁর পতিভক্তি বিষয়ে উক্ত নামে জনপ্রিয় উপন্যাস সমূহ বাজারে চালু রয়েছে। অথচ এ নামটির উৎপত্তি কাহিনী নিতান্তই হাস্যকর। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া ৮৪ আয়াতে رَحْمَةٌ مَنْ عِنْدِنَا ('আমরা আইয়ুবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে') বাক্যাংশের 'রাহমাতান' বা 'রাক্ষাহ' (আমরা আইয়ুবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে') বাক্যাংশের 'রাহমাতান' বা 'রাক্ষাহ' ইছদী-নাছারাগণ যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থের শান্ধিক পরিবর্তন ঘটাতো, এখানেও ঠিক ঐরপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন যে, আইয়ুবের স্ত্রী রহীমা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে আমরা তাকে আইয়ুবের কাছে ফিরিয়ে দিলাম'। বস্তুতঃ এটি একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। মূলতঃ আইয়ুবের স্ত্রীর নাম কি ছিল, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কুরআন বা হাদীছে নেই। এ বিষয়ের ভিত্তি হ'ল ইছদী ধর্মনেতাদের রচিত কাহিনী সমূহ। যার উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা নিতান্তই ভুল। তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ুবের জনপদের নাম বলেছেন 'হুরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেষ্ক ও আযরর'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।[1]

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব (আঃ)-এর কথা এসেছে। যথা- নিসা ১৬৩, আন আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

আল্লাহ বলেন,

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ _

'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন, আমি কস্তে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'। 'অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কস্ত দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' (আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন.

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ،



وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنًا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص -(88-88

'আর তুমি বর্ণনা কর আমাদের বান্দা আইয়ুবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে (রোগের) কষ্ট এবং (সম্পদ ও সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা পৌঁছিয়েছে' (ছোয়াদ ৩৮/৪১)। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর। (ফলে পানি নির্গত হ'ল এবং দেখা গেল যে,) এটি গোসলের জন্য ঠান্ডা পানি ও (পানের জন্য উত্তম) পানীয়' (৪২)। 'আর আমরা তাকে দিয়ে দিলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আমাদের পক্ষ হ'তে রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' (৪৩)। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না (বরং শপথ পূর্ণ কর)। এভাবে আমরা তাকে পেলাম ধৈর্যশীল রূপে। কতই না চমৎকার বানদা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল (আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনশীল' (ছোয়াদ ৩৮/৪১-৪৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' (আন'আম্ট্রাট্রটিট ট্রুট্রটিট ট্রুট্রটিট ট্রুট্রটিট বিশ্বী।

অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ূব একদিন নগ্গাবস্থায় গোসল করছিলেন (অর্থাৎ বাথরুম ছাড়াই খোলা স্থানে)। এমন সময় তাঁর উপরে সোনার টিডিড পাখি সমূহ এসে পড়ে। তখন আইয়ূব সেগুলিকে ধরে কাপড়ে ভরতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, হে আইয়ূব! أَلُنْ أُغْنِينَّكَ عَمَّا تَرَى؛ আমি কি তোমাকে এসব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি? আইয়ূব বললেন, ﴿ وَعَزَّ تِكَ وَلَكُنَ أُغْنِينَّكَ عَمَّا تَرَى؛ তোমার ইয়েতের কসম! অবশ্যই তুমি আমাকে তা দিয়েছ। কিন্তু তোমার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'।[2]

ফুটনোট

- [1]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/২০৬-১০ পৃঃ; কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১।
- [2]. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭ 'ক্রিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4363

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন